

337640 - মতৈরী ও শত্রুতার তাৎপর্য ও গুরুত্ব

প্রশ্ন

এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যারা বলেন যে, “মতৈরী ও শত্রুতা” এই কথাটি খারজেদির থেকে এসেছে। এটি আকদার ক্ষেত্রে সামগ্রিক অর্থবহ নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মতৈরী ও শত্রুতা তাওহীদের অন্যতম একটি মূলনীতি:

মতৈরী ও শত্রুতা তাওহীদের অন্যতম একটি মূলনীতি; যার শব্দ ও মর্ম দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে মত্‌রি হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের মত্‌রি। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে মতৈরী করবে সে তাদেরই দলভুক্ত। আল্লাহ্‌কখনো জালমেদেরকে হদায়তে করেন না। এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আপনি তাদেরকে ওদের মাঝে ছুটে যেতে দেখবেন। তারা বলে, ‘আমাদের ভয় হয়, না জানি আমাদের ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে’। তবে শীঘ্রই আল্লাহ্‌বজিয অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোন নরিদশে দবেনে; তখন তারা তাদের মনে যা লুকিয়ে রাখত সজেন্য অনুতপ্ত হবে। আর ঈমানদাররা বলবে, ‘এরাই কি তারা যারা আল্লাহ্‌র নামে জোরালো শপথ করে বলছেলি যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে?’ তাদের কর্মসমূহ নষ্টিফল হয়ে গিয়েছে; যার ফলে তারা ক্‌ষতগ্রিস্ত হয়েছ। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের স্থলে আল্লাহ্‌এমন একদল লোক নিয়ে আসবনে যাদেরকে তিনি ভালবাসবনে এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমনিদের প্রতি নিরম আর কাফরেদের প্রতি কঠোর হবে এবং তারা আল্লাহ্‌র পথে জহাদ করবে এবং কোন নন্দিদুকের নন্দিদায় ভীত হবে না। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ্‌বড় দানশীল, মহাজ্‌ঞানী। বস্তুত তোমাদের মত্‌রি হল আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল আর ঈমানদারগণ; যারা বনিয়াবনত হয়ে নামায সুসম্পন্ন করে ও যাকাত দিয়ে। আর যারা আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদেরকে মত্‌রি হিসেবে গ্রহণ করে (তরাই আল্লাহ্‌র দল), আল্লাহ্‌র দলই বজিযী।” [সূরা মায়াদি, ৫: ৫১-৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “(স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম তার পতি ও নজি সম্প্রদায়কে বলছেলি, ‘তোমরা যাদের উপাসনা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কর তাদরে সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই। তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি এর ব্যতীক্ৰম। (অর্থাত্ তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক)।) নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সুপথে পরিচালিত করবেন।” [সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: ২৬-২৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলছিলেন, ‘তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরবিরত্বে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চরিকালরে জন্য শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি হল; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।’” [সূরা আল-মমতাহানিহ, ৬০: ৪]

এগুলো ছাড়াও ঈমানদারদের সাথে মত্ৰিতা রাখা ওয়াজবি হওয়া এবং কাফরেদের সাথে মত্ৰী করা হারাম হওয়া এবং তাদের সাথে ও তারা যা কছির উপাসনা করে সেগুলো থেকে সম্পর্কচ্ছেদে করার পক্ষে আরও আয়াত রয়েছে।

ইমাম আহমাদ (২২১৩২) মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করলে তিনি বলেন: “সর্বোত্তম ঈমান হচ্ছে— আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর কারণে অপছন্দ করা এবং তোমার জহিবাকে আল্লাহর যকিরি ব্য়স্ত রাখা।” [শুয়াইব আল-আরনাউত বলেন: হাদিসটি সহিহ লি-গাইরহি]

তাবারানী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ঈমানের সর্বাধিক মজবুত রজ্জু হচ্ছে— আল্লাহর জন্য মত্ৰী এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা; আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা।” [আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (২৫৩৯) হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলেছেন]

মত্ৰী ও শত্রুতার তাৎপর্য:

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: “ফযলিতুশ শাইখ! দয়া করে মত্ৰী ও শত্রুতার বযিয়টা পরস্কার করবেন কী? কাদরে সাথে মত্ৰী করতে হবে? কাফরেদের সাথে মত্ৰী করা কী জায়যে আছে?”

তিনি জবাবে বলেন:

মত্ৰী ও শত্রুতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুমনিদেরকে ভালোবাসা, তাদের সাথে মত্ৰিতা রাখা এবং কাফরেদেরকে ঘৃণা করা, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের থেকে ও তাদের ধর্ম থেকে নিজের সম্পর্কচ্ছেদে করা। এটাই হচ্ছে মত্ৰী ও শত্রুতা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা সূরা আল-মুমতাহানিহতে বলেছেন: “তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আদর্শ রয়ছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলছেলি, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরবির্তে যার পূজা কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চরিকালরে জন্য শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি হল; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।’[সূরা আল-মমতাহিনাহ, ৬০: ৪]

কাফরেদেরকে ঘৃণা করা ও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার অর্থ এ নয় যে, আপনি তাদের উপর যুলুম করবনে কিংবা তাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবনে; যদি না তারা হারবী (যুদ্ধরত শ্রণীর) না হয়। বরং এর মর্ম হচ্ছে আপনি মনে মনে তাদেরকে ঘৃণা করবনে, মনে মনে তাদের প্রতি বদ্বিষে পোষণ করবনে এবং তারা আপনার বন্ধু হবে না। কিন্তু আপনি তাদেরকে কষ্ট দবিনে না, তাদের ক্ষতি করবনে না, তাদের উপর যুলুম করবনে না। যদি তারা সালাম দিয়ে সালামরে উত্তর দবিনে। তাদেরকে উপদেশে দবিনে। ভাল কাজরে দকি নরিদশেনা দবিনে। যমেনটি আল্লাহতাআলা বলছেন: “কতিবধারীদের সাথে কেবল উত্তম পন্থায় বতিরক করবে; তবে তাদের মধ্যে যারা জালমে তাদের সাথে নয়।’[সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৬]

কতিবধারী হচ্ছে— ইহুদী ও খ্রিস্টানরা। অনুরূপ বধিন প্রযোজ্য অন্যান্য কাফরেদেরে ক্ষত্রেও— যাদেরকে নরিপত্তা দয়ো হয়ছে কিংবা অঙ্গীকার দয়ো হয়ছে কিংবা জমিমা দয়ো হয়ছে। তবে তাদের মধ্যে যারা জুলুম করছে তাদেরকে তাদের জুলুম অনুপাতে শাস্তি দয়ো যাবে। অন্যথায় মুমনিদেরে জন্য শরয়ি বধিন হলো পূর্বকোক্ত আয়াতে কারীমার ভিত্তিতে মুসলমি ও কাফরেদের সাথে উত্তম পন্থায় বতিরক করা...।[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (৫/২৪৬) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়ছেলি: মতৈরী ও শত্রুতা কী?

জবাব: আল্লাহর জন্য শত্রুতা ও মতৈরী হচ্ছে আল্লাহতাআলা যা কিছু থেকে সম্পর্কচ্ছদেরে ঘোষণা করছেন সেগুলো থেকে ব্যক্তি নিজরে সম্পর্কচ্ছদে করা; যমেনটি আল্লাহতাআলা বলছেন: “তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়ছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলছেলি, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরবির্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চরিকালরে জন্য শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি হল।’[সূরা আল-মমতাহিনাহ, ৬০:৪] এই বধিন মুশরকিদেরে ক্ষত্রে প্রযোজ্য যমেনটি আল্লাহতাআলা বলছেন: “আর মহান হজ্জরে দনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরে পক্ষ থেকে মানুষরে প্রতি একটি ঘোষণা এই যে, আল্লাহমুশরকিদেরে ব্যাপারে সবরকমরে দায় থেকে মুক্ত এবং তার রাসূলও।’[সূরা তাওবা, ৯: ৩] তাই প্রত্যকে মুমনিরে উপর ওয়াজবি হল প্রত্যকে মুশরকি ও কাফরে থেকে নিজেকে অবমুক্ত রাখা। এ বধিন ব্যক্তিদেরে ক্ষত্রে।

অনুরূপভাবে মুসলমিরে উপর ওয়াজবি হল এমন প্রত্যকে কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা যে কর্মরে প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন; এমনকি যদি সটো কুফর না হয়ে পাপাচার ও অবাধ্যতা হয় তবুও। যমেনটি আল্লাহতাআলা বলছেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

‘কিন্তু আল্লাহ্‌ঈমানকে তোমাদের নিকট পছন্দনীয় করছেন, তোমাদের অন্তরে শোভনীয় করছেন এবং কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করছেন। এরাই হদ্যেতেপ্রাপ্ত।’[সূরা হুজুরাত, ৪৯: ৭][ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (পৃষ্ঠা-১৮৩) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান (হাফিঃ) ‘নাওয়াকযিল ঈমান’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৫৮) বলেন: শাইখ (রহঃ) কাফরের সাথে মত্বিতার একটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। সটেই হচ্ছে— যুদ্ধে সহযোগিতা। যদিও মত্বিতা অন্তরে ভালোবাসা, মুসলমানদের বন্দিধ্বে তাদের সাহায্য করা, তাদের স্তুতি ও প্রশংসা করা ইত্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা আল্লাহ্‌তাআলা কাফরের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, ঘৃণা করা ও তাদের সাথে সম্পর্কছিন্ন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজবি করছেন। ইসলামে এ অধ্যায়কে বলা হয়: মত্বিতা ও শত্রুতা।[সমাপ্ত]

মত্বিতা ও শত্রুতা পরভিষাটির সাথে খারজেদের সম্পর্ক:

‘মত্বিতা ও শত্রুতা’ এ কথার সাথে খারজেদের বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে মরমে আমাদের জানা নাই। তবে বর্তমান যামানায় তাকফরি (কাফরে বলা)-এর ক্ষেত্রে যারা বাড়াবাড়ি করছে হতে পারে তাদের সাথে এ বিষয়টির সম্পৃক্ততা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এ মাসালাটি ও এর অধিকৃত বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে তাদের ত্রুটি; নছিক শরিনোমটি নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।